দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAR. 21 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ .....

প্রাথমিক স্কুলের ১৫ লাখ শিক্ষার্থী ঝরে গেছে

আহমেদ দীপু

পাঠ্যপুস্তকের অভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের বিভিন্ন স্কুল থেকে গত দু'বছরে প্রায় ১৫ লাখ শিক্ষার্থী ঝরে গেছে। অবশিষ্ট দশ লাখ ছাত্রছাত্রী এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনভাবে টিকে আছে। বেসরকারী (নন-রেজিস্টার্ড) এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এতে দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বেসরকারী (নন-রেজিস্টার্ড) এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ পরিচালিত দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ। এদের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ থেকে গত দু'বছর যাবত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে না। ফলে স্কুলসমূহে বই-এর সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বই না পেয়ে ইতোমধ্যে প্রায় ১৫ লাখ শিক্ষার্থী স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। অবশিষ্টদের পুরনো বই দিয়ে কোনভাবে ধরে রাখা হয়েছে। তবে এদের অধিকাংশই প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাজীবন শেষ করার আগেই যে কোন সময় স্কুলে আসা বন্ধ করতে পারে। সেদিক থেকে শুধুমাত্র পাঠ্যবই-এর অভাবে এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়তে যাচ্ছে।

দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য চলতি দশকের শুরু থেকে নানান ধরনের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। এরমধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী, বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থা, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচীর শুরুতে সরকারী, বেসরকারী এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে একইভাবে বিতরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ছাত্র সংখ্যার বিপরীতে বই সরবরাহ করা হয়েছে। ১৯৯৬ পর্যন্ত এই কর্মসূচী অব্যাহত থাকে। এর পরের বছর ১৯৯৭ থেকে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ সময় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ শুধুমাত্র সরকারী এবং রেজিস্ট্রিপ্রাপ্ত বেসরকারী স্কুলসমূহে ছাত্র সংখ্যার বিপরীতে বিনামূল্যে বই সরবরাহের উদ্যোগ নেয়। হঠাৎ করে এ উদ্যোগ নেয়ায় সৃষ্ট জটিলতা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে। ফলে সে বছর দেরিতে মার্চ-এপ্রিলের দিকে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছায়। এরপর থেকে ননরেজিস্টার্ড বেসরকারী এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো পরিচালিত স্কুলে বিনামূল্যে বই সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। যা এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এরপরের বছর ১৯৯৮-এর পয়লা জানুয়ারি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠিতে জানিয়ে দেয়া হয় যে, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিনামূল্যে বই সরবরাহের কোন নীতি গ্রহণ করা হয়নি। ফলে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর পাঠ্য পুস্তক সরকারীভাবে সরবরাহ করা সম্ভব নয়।

বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ বন্ধ

মূলত ১৯৯৭ থেকে এই ৫০ হাজার স্কুলের খারাপ সময় শুরু হয়। এর আগে অবস্থা ছিল রমরমা। প্রায় প্রতি মাসে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবছর নতুন নতুন বইসহ নানান ধরনের সুবিধা দেয়ায় ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কিন্তু '৯৭ থেকে বছরের শুরুতে ছাত্রদের নতুন বই দিতে না পারায় তাদের মাঝে নেমে আসে হতাশা। এ বছর পুরনো বই দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সবাইকে পুরনো বই দিতে না পারায় ঝরে পড়া শুরু হয় এ সময় থেকেই। ১৯৯৮ সালে চূড়ান্ত নোটিস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এবছর পুরনো পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যাও কমতে থাকে। ফলে একসেট বই-এর পিছনে ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এতে ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর চরম বিরক্ত হয়ে পড়াশুনা বাদ দিয়ে স্কুল ছেড়ে চলে যায়। এভাবে চলতি বছর পর্যন্ত গড়ে ১৫ লাখ শিক্ষার্থী এসব স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে। অবশিষ্টরাও হতাশ। জানা গেছে, পুরনো যে বইগুলো দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে তাতে অনেক পৃষ্ঠা নেই। ছিঁড়ে গেছে। এ ধরনের বই দিয়ে কোনভাবে জোড়াতালির কাজ চালানো হচ্ছে।

নতুন বই কেন কেনা হচ্ছে না, এ ব্যাপারে একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি জানান, বই কেনার মতো ফান্ড অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের নেই। আমরা সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে কাজ শুরু করেছিলাম। সে সময় সরকারও সহায়তা দিয়েছে। কিন্তু এখন বই সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ায় স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রী ধরে রাখা যাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের এক কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে নীতিমালা গ্রহণ না করায় বই সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, বাজারে বই বিক্রি হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানগুলো বই কিনে স্কুল চালাতে পারে। তারা এই শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর জন্য দাতাদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে।